তারিখ: 18/12/79
পৃষ্ঠা...

নির্বাচন কমিশনার

(১ম পৃঃ পর)

র্থকগণ এবং বিশেষ করে নির্বাচনের কাজে জড়িত সকল কর্মকর্তার প্রতি আকুল আবেদন জানাচ্ছি। এই নির্বাচনের মাধ্যমে আমরা যেন এমন এক ঐতিহ্য গড়ে তুলতে পারি যা আমাদের প্রত্যেককে পরিতৃপ্ত ও গর্বিত করে।

৩। আপনারা ইতিমধ্যেই অবগত হয়েছেন যে দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য মোট ১৭০৩ জন প্রার্থীকে মনোনয়ন দিয়েছেন এবং এছাড়াও ৪২২ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী রয়েছেন। এভাবে আসন্ন সংসদ নির্বাচনে সর্বমোট ২১২৫ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এই সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে আমরা রিটার্নিং অফিসার থেকে শুরু করে পোলিং অফিসার পর্যায়ে ২,২৩,৩৫৫ জন কর্মকর্তা নিয়োগ করেছি। সারা দেশব্যাপী এদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নির্বাচন অনুষ্ঠানের অন্যতম সাফল্য লাভ এদের প্রত্যেকেরই সুষ্ঠু কর্তব্য সম্পাদনের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। আর এদের সাফল্য বিপুলাংশে নির্ভর করবে আপনাদের সকলের ঐকান্তিক সহযোগিতার উপর। ভোটারেরা যাতে সহজভাবে বিনা অসুবিধায় সুশৃংখল ও শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দিতে পারেন, এজন্য দেশে ২১,৯০৫টি ভোট গ্রহণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে গড়ে ২০০০ ভোটার ভোট দিতে পারবেন। প্রত্যেকটি ভোট কেন্দ্র আবার প্রয়োজন অনুসারে কয়েকটি পোলিং বুথে ভাগ করা হয়েছে। দেশে স্থাপিত মোট পোলিং বুথের সংখ্যা হলো ৬৭,১৫০। যে সব জায়গায় সম্ভব, সেখানে পুরুষ ও মহিলা ভোটারদের জন্য আলাদা আলাদা ভোট গ্রহণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। আর যেখানে তা সম্ভব হয়নি, সেখানে পুরুষ ও মহিলা ভোটারদের জন্য আলাদা আলাদা পোলিং বুথের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রত্যেকটি বুথে গড়ে ৫০০ জন করে ভোটার ভোট দিতে পারবেন।

৪। একথাও আপনারা সকলে অবগত আছেন, প্রত্যক্ষ সর্বজনীন বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে এই সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। দেশে বর্তমান ভোটারের সংখ্যা হলো ৩,৮৬,৩৭,৬৬৪-এর মধ্যে পুরুষ ভোটার হলো ২,০২,৩৩,৮১২ ও মহিলা ভোটারের সংখ্যা হলো ১,৮৪,০৩,৮৫২। এ পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে যে দেশের মোট ভোটার সংখ্যার শতকরা ৫২ ভাগ পুরুষ ও ৪৮ ভাগ মহিলা। নির্বাচনে পুরুষ ও মহিলা ভোটার সকলেই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণের অংশীদার। আমি আশা করি, সংসদ নির্বাচনে নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকল ভোটারই একযোগে এগিয়ে আসবেন।

৫। নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যেই সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব কাজ শেষ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে গত নবেম্বর মাস থেকেই এই কর্মতৎপরতা শুরু হয়। নির্বাচনী এলাকার চূড়ান্ত তালিকায় কিছু রদ-বদল, ভোটার তালিকাকে শুদ্ধি ও সংশোধনের মধ্য দিয়ে হাল-নাগাদ করার কাজ শেষ হওয়ার পর অন্যান্য আনুসঙ্গিক কাজে হাত দেয়া হয়। সম্ভাব্য স্বল্প সময়ের মধ্যে নির্বাচনী প্রশাসনকে কার্যকরী করে তোলা, মনোনয়নপত্র গ্রহণ, বাছাই ও প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের পর চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ ও প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থীদের জন্য প্রতীক বরাদ্দ করা হয়। এর আগে নির্বাচন কমিশন, সদর দফতরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা ও প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন দলের জন্য তাঁদের প্রতীক সংরক্ষণ করেন। আর এর পাশাপাশি সারা দেশব্যাপী ভোট গ্রহণ কেন্দ্র স্থাপন ও গেজেট বিজ্ঞপ্তি সহকারে এর তালিকা প্রকাশিত করে জনগণকে অবহিত করা হয়। একই সঙ্গে ব্যালট কাগজ মুদ্রণ, অমোচনীয় কালি তৈরী ও নির্বাচনের কাজে অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী ও উপকরণ সংগ্রহ ও সরবরাহের কাজ চালু থাকে। ইতিমধ্যে ব্যালট কাগজ মুদ্রণ ও এগুলি যথাস্থানে প্রেরণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। অন্যান্য আনুসঙ্গিক দ্রব্য পাঠানোর কাজও সমাপ্ত। এভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সবরকমের দ্রুততা ও সজাগ দৃষ্টি সহকারে প্রয়োজনীয় সব কাজই শেষ করা হয়েছে।

৬। এ প্রসঙ্গে আমি আমাদের প্রত্যেকটি কর্মতৎপরতায় দেশের গণসংযোগ মাধ্যমসমূহ বিশেষ করে সংবাদপত্র, বেতার, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র ও বার্তাসংস্থা, সাময়িকী ও ছাপাখানার যে সক্রিয় সহযোগিতা ও সমর্থন লাভ করেছি, তার কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করতে চাই। ডাক ও তার বিভাগ ও টেলিফোন কর্মকর্তারা আমাদের কাজকে তাঁদের সহযোগিতা দিয়ে সার্থক করতে সাহায্য করেছেন। আগামীকালের বিশেষ দিনটির তাৎপর্য জনসমক্ষে তুলে ধরার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে তারা সকলেই এক বিশেষ ভূমিকা নিয়েছেন।

৭। নির্বাচনকে অবাধ ও নিরপেক্ষ করে তোলার উদ্দেশ্যে আইনের যে সব বিধান রয়েছে, তার কয়েকটির প্রতি আমি সংশ্লিষ্ট সকলের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। গণপ্রতিনিধি আদেশের ধারা বলে দুর্নীতিমূলক কাজ অর্থাৎ নির্বাচনে উৎকোচ দান, মিথ্যা পরিচয়ে ভোট দেয়া, অবৈধ প্রভাব বিস্তার এসবই আইনতঃ দন্ডনীয় অপরাধ। এছাড়াও বেআইনী কাজ যথা নির্বাচনে কোন সরকারী কাজে নিয়োজিত ব্যক্তির নিকট হতে সাহায্য নেয়া, বা নেয়ার চেষ্টা করা, জাল ভোট দেয়া, একাধিকবার বা একাধিক কেন্দ্রে ভোটদান, ভোট দানের কাজে বাধা দেয়া বা ভোট দেয়া হতে প্রকৃত ভোটারকে বিরত রাখা প্রভৃতিও আইনতঃ দন্ডনীয় অপরাধ। কেউ যদি অন্য কোন জীবিত মৃত বা কাল্পনিক ব্যক্তির নামে ভোট দেন বা ভোট দেয়ার উদ্দেশ্যে ব্যালট কাগজের জন্য আবেদন করেন, তিনি আইনতঃ অপরাধী হবেন এবং আইন অনুসারে তাকে দন্ড পেতে হবে। আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, আইনে এসব বিধিনিষেধের অর্থই হলো নির্বাচনকে দুর্নীতিমুক্ত রেখে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সুনিশ্চিত করা। এজন্যই দেশের প্রত্যেকটি নাগরিক এবং বিশেষ করে ভোটারদের প্রতি আমার ঐকান্তিক আবেদন, তাঁরা নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে দুর্নীতিমুক্ত অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনকে সুনিশ্চিত করতে এগিয়ে আসবেন। আপনাদের প্রত্যেকের পরিপূর্ণ সহযোগিতার উপর নির্বাচনের সাফল্য বিশেষভাবে নির্ভরশীল।

৮। পরিশেষে আমি বিশেষ করে আগামীকালের সংসদ নির্বাচন সম্পর্কে রাজনৈতিক দলসমূহ, তাঁদের মনোনীত প্রার্থীগণ ও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের উদ্দেশ্যে আমার আবেদন জানাচ্ছি। নির্বাচনকে অবাধ, নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও যথার্থই অর্থবহ করে তোলার উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশন যে কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন, তার সাফল্য মূলতঃই নির্ভর করবে আপনাদের সকলেরই সক্রিয় সহযোগিতার উপর। আমার ঐকান্তিক আশা, নির্বাচন কালে শান্তি ও শৃংখলা রক্ষা ও নির্বাচন অনুষ্ঠানকে অবাধ ও নিরপেক্ষ করে তোলার কাজে আপনারা নির্বাচন কমিশনকে সর্বতোভাবে সাহায্য করবেন। আসুন আমরা এমন এক গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য গড়ে তুলি যা আমাদের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীদের অনুপ্রাণিত করবে, আমাদের বর্তমানকে প্রোজ্জ্বল করে তুলবে এবং আগামী দিনের জন্য এক নতুন অধ্যায় রচিত করবে।

খোদা হাফেজ—বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।